34

দৈনিক ই.কিলাব

তারিখ ...30 AUG 199.. পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ট্রেনের পর বাসে হামলা

চট্টগ্রাম ভার্সিটির শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ছাত্র বহনকারী শার্টল ট্রেনে গুলীর পর গতকাল (শনিবার) সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাসে হামলা চালিয়েছে। জানা গেছে, শহর থেকে

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদের নিয়ে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে গতকাল সকল ৯টার দিকে নগরীর চকবাজার এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস (চট্ট মেট্রো-চ-৩৪৬) দুষ্কৃতকারীদের হামলার শিকার হয়। একই সময় অক্সিজেন এলাকায় চট্ট মেট্রো-জ-৫২৩ নম্বর বাসেও হামলা হয়। আকস্মিক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় বাসের শিক্ষকবৃন্দ ভীত-সন্তস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। দুষ্কৃতকারীরা বাস দু'টির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। গতকাল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতারা শিক্ষক বাসে হামলার জন্য শিবিরের সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে।

এদিকে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচী আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রক্টর ও প্রভোস্টদের অপসারণ ও গ্রেফতারকৃত শিবির নেতা-কর্মীদের মুক্তিসহ ৫ দফা দাবীতে শিবির গত বৃহস্পতিবার থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। গতকাল ছিলো অবরোধের ৩য় দিন। অবরোধ চলাকালে শার্টল ট্রেন ও বাস চলাচল ব্যাহত হয়। গতকাল শিবিরের এক জরুরী সভা সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক জিএম রহিমুল্লাহসহ সাইফুর রহমান, মিজবাহুল কবির, আব্দুল হান্নান, ইয়াসিন আলী, আলাউদ্দিন শিকদার, খোরশেদ আলম, শফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। শিবির নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা একগুঁয়েমি ও হঠকারীতায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ৫ দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং প্রয়োজনে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে। এ জন্য উদ্ভুত পরিস্থিতির দায়িত্ব প্রশাসনকেই বহন করতে হবে।